সংবাদ

তারিখ 20 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৯

২৯ এমপিকে বই ফেরত দেয়ার চিঠি

নিখিল ভদ্র

অষ্টম জাতীয় সংসদের বইখেলাপি সংসদ সদস্যদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে প্রাথমিক তালিকায় থাকা ২৯ সংসদ সদস্যকে বই ফেরত দেয়ার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। সংসদের লাইব্রেরি কমিটির ব্যর্থতার কারণে এ বই আদায় করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সংসদের বইখেলাপিদের তালিকায় থাকা এমপিদের অধিকাংশই তৎকালীন সরকারিদলের। এর মধ্যে রয়েছেন– সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, সাবেক চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সাবেক হুইপ শহীদুল হক জামাল, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, কর্নেল (অব.) ফারুক খান, ওয়াহিদুল আলম, মোহাম্মদ আলী, অধ্যাপক ডা. এম. আমান উল্লাহ, ডা. মোহাম্মদ রুস্তম আলী ফরাজী, আবদুল হাই, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, শামসুল আলম পরামাণিক, জহির উদ্দিন স্বপন, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, ডা. মো. আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, এবাদুর রহমান

বই : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

বই : ফেরত দেয়ার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন শাজাহান, শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন প্রমুখ।

নিয়মানুযায়ী সংসদ ভেঙে যাওয়ার আগেই লাইব্রেরি থেকে সংসদ সদস্যদের নেয়া বই ফেরত দেয়ার কথা। সে অনুযায়ী এমপিদের কয়েক দফা চিঠি দেয়া হলেও অনেকেই বই ফেরত দেননি। এর আগের সংসদগুলোতেও বেশ কিছু সংসদ সদস্যের কাছ থেকে বই আদায় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এমপিদের কাছ থেকে লাইব্রেরির বই আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর লাইব্রেরি থেকে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ফের তাগাদা দিয়ে প্রথম দফায় ৬ সাবেক এমপিকে চিঠি দেয়া হয়। দ্বিতীয় দফায় গত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯ জনকে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি আরও ৬ সাবেক এমপিকে চিঠি দেয়া হয়। এ চিঠিতে লাইব্রেরি থেকে তাদের নেয়া বই দ্রুত ফেরত দেয়ার জন্য বলা হয়।

সূত্র জানায়, বইখেলাপির তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের অনেকেই জানতেন না তাদের নামে বই বরাদ্দ দেয়া আছে। অনেক ক্ষেত্রে সাবেক এমপিদের পিএসরাই এমপির নামে এ বই তুলেছেন। এদিকে লাইব্রেরি থেকে পাঠানো চিঠি পেয়েছেন সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক। অন্যদিকে চিঠি পেয়েই গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বই ফেরত দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি এডভোকেট রহমত আলী এবং মহিলা এমপি রাশেদা বেগম চৌধুরী।

সূত্র জানায়, এসব এমপির কাছ থেকে বই ফেরত না পাওয়া গেলে তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে। দেশীয় বইয়ের ক্ষেত্রে যদি ৩ বছরের মধ্যকার প্রকাশনা হয় তবে বইয়ের প্রকৃত মূল্যের দেড়গুণ জরিমানা হবে। বই প্রকাশনার সময় ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে হলে জরিমানা হবে আড়াইগুণ। আর এর চেয়েও পুরনো প্রকাশনা হলে পাঁচগুণ জরিমানা আদায় করা হবে। আর বিদেশী বইয়ের ক্ষেত্রে এ জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে দ্বিগুণ, চারগুণ এবং সাতগুণ হারে। এর আগে মন্ত্রীদের পাওনা থেকে বিভিন্ন হারে জরিমানা কেটে রাখার উদাহরণ রয়েছে। লাইব্রেরি ব্যর্থ হলে সংসদ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, লাইব্রেরি কমিটির ব্যর্থতার কারণে এর আগেও বই ও জরিমানা আদায় করা সম্ভব না হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। এবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। জোট সরকারের ৫ বছরে সংসদের লাইব্রেরি কমিটি মাত্র একটি বৈঠক করেছে। শেষ পর্যায়ে কমিটির কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় বিদায়ী সংসদের এমপিদের কাছ থেকে এ বই আদায় করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকলেও লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এদিকে লাইব্রেরি থেকে নেয়া বই ফেরত চেয়ে চিঠি দেয়ার কথা জানিয়ে কমিটির সভাপতি ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকী বলেন, দেরিতে হলেও সাবেক এমপিরা বই ফেরত দেবেন।

উল্লেখ্য, টেলিফোন বিলখেলাপিদের পর লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে ফেরত না দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ ও পানির বিলখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে। অষ্টম সংসদে টেলিফোন বিলখেলাপিদের সংখ্যা ১৮২ জন।